# অ্যাপল ম্যাকের জন্য অপরিহার্য সফটওয়্যার

লুৎফুন্নেছা রহমান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অ্যাপলের পণ্যের ব্যবহার বিভিন্ন কারণে কমে যাওয়ার যে প্রবণতা ছিল তা এখন আর নেই। অর্থাৎ অ্যাপলের পণ্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে যার ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে। যেহেতু বাংলাদেশে অ্যাপলের পণ্য তুলনামূলক কম ব্যবহার হতো তাই এর প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সম্পর্কে সর্বসাধারণের ধারণাও কম। অনেকেই মনে করেন অ্যাপলের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সফটওয়্যার ঘাটতি অনেক। আসলে ব্যবহারকারীর এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী ফটো ও ভিডিও এডিটিং প্রোগ্রাম, অফিস টুল, স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশনসহ সব ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে অ্যাপলের। ম্যাকে বিভিন্ন এডিটিংয়ের জন্য সেরা টুল হলো আইমুভি (iMovie)। ব্যবহারকারীরা পিসি থেকে সরে এসে ম্যাকে চলে আসা মানে হলো এক অদম্য সম্ভাবনার হাতছানিতে সাড়া দেয়া। অনেকেই মনে করেন, ব্যবহারকারীদেরকে নতুন এই সফটওয়্যার প্লাটফরমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু আসলে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা ম্যাক সম্প্রতি আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে সেইসব সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যেগুলো উইন্ডোজে যথেষ্ট রয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক বিকল্প টুলও রয়েছে যার ব্যবহারবিধি বেশ সহজ।

ফটো, ভিডিও, অডিও এবং আরো অন্যান্য টুল দিয়ে কাজ করার জন্য ম্যাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে চমৎকার এক সফটওয়্যার বান্ডেল। আপনার ম্যাকের জন্য যেসব সফটওয়্যার রয়েছে তার বেশিরভাগই নামে ও অ্যাপেয়ারেন্সে সুপরিচিত। সুতরাং ব্যবহারকারীরা পিসি থেকে ম্যাকে সুইচ করলেই যে সম্পূর্ণ অপরিচিত অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে হবে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে আমাদের কমপিউটিং জীবনের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় এমন বেশ কিছু ম্যাক সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## ইমেজ স্টোর ও এডিট করা

এটি বলার অবকাশ নেই যে, ম্যাকে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার জন্য অন্যতম সেরা টুল হলো অ্যাপলের আইফটো (iPhoto)। ইমেজ ইমপোর্ট, এডিট এবং অর্গানাইজিংয়ের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট হলো ডিফল্ট অ্যাপ। এটি ম্যাকের সাথে বান্ডেল আকারে আসে। তাই ফটো নিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনাকে সফটওয়্যারের জন্য বাড়তি খরচ করতে হবে না।

যখন ক্যামেরা ম্যাকে যুক্ত করা হয়, তখন আইফটো ওপেন হয় এবং ঠিকভাবে ইমেজ ইমপোর্ট করতে শুরু করে লোকেশন, ট্যাগ এবং অন্যান্য তথ্য যুক্ত করার মাধ্যমে। এখান থেকেই ফটো অর্গানাইজ করা সম্ভব হয়। এর বেসিকগুলো ব্যবহার করে ফটো টোয়েক করা সম্ভব হলেও এটি খুবই প্রয়োজনীয় এডিটিং টুল।

অধিকতর অ্যাডভান্স ব্যবহারকারীদের কাছে ম্যাক দৃষ্টিগোচরীভূত হয় তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে। অ্যাপলের নিজস্ব অ্যাপারচার সফটওয়্যারে রয়েছে কিছু শক্তিশালী ইমেজ এডিটিংয়ে সক্ষম টুল, যা বিপুলসংখ্যক উচ্চ রেজ্যুলেশনের ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার জন্য আদর্শ। ইমেজ এডিটিংয়ের জন্য আদর্শ সফটওয়্যার ফটোশপের দৃঢ় অবস্থান বা উপস্থিতি রয়েছে ম্যাকে।

অ্যাডোবি ফটোশপ এলিমেন্টস ১০ এডিটর টুল দিয়ে সহজেই ইমেজ এডিটিংয়ে সূক্ষ্ম কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। বিশেষ ইফেক্ট এবং ইমেজে স্টাইলিশ থিম যুক্ত করার জন্য ফটোশপ চমৎকার। পক্ষান্তরে অ্যাপারচারকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ইমেজ নিয়ে কাজ করতে পারে সহায়কভাবে। ফটোশপ এলিমেন্ট এবং অ্যাপারচার মোটামুটি ব্যয়সাশ্রয়ী। তবে ফটোগ্রাফিতে পুরো সুবিধা পেতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ব্যয়বহুল অন্যান্য টুল।

## মুভি তৈরি করা

ম্যাকে ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ শুরু করার সবচেয়ে সেরা ক্ষেত্র হলো আইমুভি (iMovie) টুল। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর জন্য আইমুভিতে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ফিচার সম্পৃক্ত করা হয়েছে যাতে প্রফেশনাল লুকিং ভিডিও তৈরি করা যায়। হতে পারে সেগুলো পরিবারের ছুটির দিনে বিশেষ কোনো মুহূর্তের বা স্থানীয় ইভেন্ট বা কোনো শৌখিন ফিল্ম প্রজেক্টর বা অন্য কোনো থিয়েটার প্রোডাকশন ছবি থাকতে পারে। এই সফটওয়্যার সব ম্যাক ভার্সনে প্রি-ইনস্টলভাবে দেয়া হয়। এই প্রজেক্টের অন্যতম সেরা বিষয় হলো প্রজেক্ট থিম। এটি সহায়তা করে ন্যূনতম ঝামেলায় আকর্ষণীয় ভিডিও প্রজেক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে যেখান গ্রাফিক্যাল ইফেক্ট এবং ট্রানজিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। সুতরাং আমাদের সবার দরকার কাঙ্ক্ষিত ফুটেজে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করা।

*চিত্র-১ : মুভি তৈরির আইপ্লেয়ার ইন্টারফেস*

আরো চাহিদাসম্পন্ন ব্যবহারকারীর জন্য সেরা ক্ষেত্র হলো 'ফাইনাল কাট প্রো এক্স'। আইমুভি নবীনদের জন্য এক চমৎকার টুল। এই টুলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যখন ভিডিও দিয়ে আরো সৃজনশীল কিছু তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফাইনাল কাট প্রো এক্সে তেমন কোনো সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রফেশনাল ভিডিও প্রজেক্ট তৈরির জন্য এতে সম্পৃক্ত রয়েছে বিশৃঙ্খলভাবে বেশ কিছু অপশন এবং টুল। ভিডিও প্লে করার জন্য বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় টুল হলো ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার। এই টুল দিয়ে প্রায় সব ধরনের মিডিয়া ফাইল খুব সহজেই প্লে করা যায়।

## অফিস টুল

ম্যাকের অফিস সফটওয়্যার বেছে নেয়ার তিনটি অপশন রয়েছে। প্রথমটি বেশিরভাগ উইন্ডোজ ব্যবহারকারীর কাছে খুবই সুপরিচিত মাইক্রোসফট অফিস ফর ম্যাক। এটি পিসি ভার্সন থেকে সামান্য ভিন্ন। বেশিরভাগ অংশই উইন্ডোজ ব্যবহারকারীর কাছে পরিচিত। সুপরিচিত তিনটি নাম ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রভৃতি ম্যাকের ট্রানজিশন করতে পারে, যা অ্যাপলকে আরো সমৃদ্ধ করবে। অফিস রিবনকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নেয়া হয়েছে তা ব্যবহারকারীর ওপর ভিত্তি করে ভালো বা খারাপ হতে পারে। সামান্য ভিজ্যুয়াল পার্থক্য সত্যকে লুকিয়ে রাখে, যা উইন্ডোজ ভার্সনের অফিস টুলের মতো। এটি একটি ভালো দিক।

যদি মাইক্রোসফট অফিস ছাড়া কাজ করতে চান, তাহলে ব্যবহার করতে পারবেন অ্যাপলের নিজস্ব অফিস স্যুট। অ্যাপলের স্যুটে আবিষ্ট থাকতে নামের শুরুতেই i দিয়ে শুরু করতে হয়।

পেজ (Page), কিনোট (Keynote) এবং নাম্বার (Number) প্রভৃতি ইন্টারফেস এবং ফিল হবে ম্যাকের সাথে চমৎকারভাবে মানানসই। কিনোট (Keynote) বিশেষ করে পাওয়ার পয়েন্টের চেয়ে ভালো এবং স্টাইলিশ প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবে। নাম্বার (Number)-এর মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে রিপোর্ট এবং গ্রাফ তৈরি করা যায় এক্সেলের চেয়ে সহজভাবে। তবে এখন পর্যন্ত স্প্রেডশিটভিত্তিক মাইক্রোসফট কিংবদন্তী বা রূপকথা হয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। চমৎকার ডকুমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড পেজ অ্যাপ্লিকেশন যথেষ্ট সহজ হলেও এদের ফিচার বেশ কম।

লিব্রে অফিস (Libre Office) নামের আরেকটি অফিস স্যুট আছে যা ফ্রি এবং ম্যাক উপযোগী। এই স্যুট কাজ করে উইন্ডোজ ভার্সনের মতো। যারা অফিস ২০০৭ বা আগের ভার্সনের অফিস স্যুট ব্যবহার করেছেন তাদের কাছে লিব্রে অফিস অবশ্যই পরিচিত মনে হবে।

অনেকের কাছে লিব্রে অফিস সেকেলে এবং জটিল ধরনের। লিব্রে অফিসকে ছয় অ্যাপ্লিকেশনে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– রাইটার (ওয়ার্ড), ক্যালক (এক্সেল), ইম্প্রেস (পাওয়ার পয়েন্ট), ড্র (Draw), বেজ (base) এবং ম্যাথ (Math)। এক্ষেত্রে পরের তিনটি ইলাস্ট্রেশন এবং ডায়াগ্রামের জন্য কাজ করে, ডাটাবেজ এবং গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে। ▸

ম্যাক এবং অ্যাপলের আইলাইফের তুলনায় লিব্রে অফিস তেমন আকর্ষণীয় নয়। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ব্যবহারকারীকে নিরুৎসাহী করা হচ্ছে এক্ষেত্রে। এই অফিস স্যুটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এটি ম্যাকের জন্য এক ফ্রি অফিস স্যুট।

সবসময় এভারনোট (Evernote)-এর প্রতি সম্মানজনক চমৎকার মন্তব্য শোনা যায়। এভারনোট নিয়ে কাজ করতে চাইলে এর অ্যাকাউন্ট থাকা জরুরি। এজন্য শুধু এভারনোট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে কাজ করার জন্য সাইন করুন। এভারনোটের ম্যাক ভার্সনের সবকিছুই সন্ধিহীনভাবে অন্যান্য ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সিঙ্ক করবে।

ম্যাকে একটি উল্লেখযোগ্য বর্জন বা বাদ দেয়ার বিষয় হলো মাইক্রোসফটের অ্যাক্সেস ডাটাবেজ, যা অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হয় সংগৃহীত ডাটা অর্গানাইজ করার কাজে। এর সরাসরি কোনো প্রতিস্থাপন নেই, যা অ্যাক্সেস ফাইলে কাজ করতে পারে। তবে ফাইল মেকার প্রো (File Maker Pro) ডাটাবেজ তৈরি করতে সক্ষম, যা উইন্ডোজেও কাজ করে।

## এন্টারটেইনমেন্ট সফটওয়্যার

এ লেখায় ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উইন্ডোজ সমর্থিত প্রচুর সফটওয়্যার যেমন রয়েছে, তেমনি অ্যাপল সমর্থিত প্রচুর সফটওয়্যার রয়েছে। স্পোটিফাই (Spotify) সফটওয়্যার হলো ম্যাকের জন্য। এটি অনেক বেশি আইডেন্টিক্যাল প্রতিদ্বন্দ্বী উইন্ডোজের সাথে। এই সফটওয়্যারকে বলা যায় সত্যিকার অর্থে এক চমৎকার মিউজিক লাইব্রেরি।

ডেস্কটপের জন্য বিবিসি আইপ্লেয়ার (BBC iPlayer) ম্যাক উপযোগী। উইন্ডোজ ভার্সনে এটি ব্যবহার করে অ্যাডোবি এয়ার (Adobe Air) নামের টুল। এজন্য আপনাকে এটি ইনস্টল করতে হবে যদি সিস্টেমে না থাকে। এর ইন্টারফেসটি উইন্ডোজ ভার্সনের সাথে খুবই আইডেন্টিক্যাল এবং সব ফিচারই একই ধরনের।

টুইটারের সর্বশেষ সংবাদ এবং আপডেটের ব্যাপারে অবহিত থাকার জন্য ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপস বেছে নেয়ার রয়েছে অপশন। অফিসিয়াল টুইটার অ্যাপ এবং টুইটডেক উভয়ই অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে পাওয়া যায়। তবে

*চিত্র-২ : এন্টারটেইনমেন্ট সফটওয়্যার*

নিশ্চিত করে বলা যায়, টুইটার টুইটডেকের চেয়ে যথেষ্ট উন্নতর। টুইটডেকের সাম্প্রতিক আপডেট দেখে বলা যায়, এর অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিছুটা নেমে গেছে বা কমে গেছে। তাই এটি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। ম্যাকের জন্য টুইটার চমৎকার কাজ করে। এক সময় ম্যাকের গেম এবং ম্যাক তেমন আকর্ষণীয় ও উন্নত ছিল না। যখন ইন্টেলের চিপ ম্যাকে ব্যবহার হতে শুরু করে তখন থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। বর্তমানে এই প্লাটফরম বেশ প্রশংসিত স্টিম (Steam) ও ভালো (Valve) প্রভৃতি গেম ডাউনলোড প্লাটফরম এবং ম্যাকের জন্য রয়েছে বিশাল গেমের ভাণ্ডার।

## ম্যাক ইউটিলিটি

ব্যবহারকারীদের জন্য ম্যাকের আকর্ষণীয় সব সফটওয়্যারের পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু ইউটিলিটি। ম্যাকে রয়েছে বিপুলসংখ্যক প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি, যা ম্যাক-কে সবার কাছে সহজ এবং মজার হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত থাকা তথা সংশ্লিষ্ট থাকা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যে

*চিত্র-৩ : ম্যাক ইউটিলিটিস*

ম্যাকে রয়েছে এক পরিচিত মুখ স্কাইপে। ভিওআইপি চ্যাট সফটওয়্যারও রয়েছে ম্যাকের জন্য, যা খুবই সহায়ক। ম্যাক মিনি থেকে শুরু করে সব ম্যাকের সাথে বিল্টইন থাকে ওয়েবক্যাম।

অন্যান্য চ্যাট ক্লায়েন্টের জন্য ভালো হয় অডিয়াম (Adium) নামের অনলাইন চ্যাট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা যা সাপোর্ট করে এওএল (AOL), ইনস্ট্যান্ড মেসেজিং, এমএসএস মেসেজিং, ফেসবুক চ্যাট এবং অন্যান্য চ্যাট সার্ভিসের হোস্ট।

ড্রপবক্স হলো এক স্মার্ট এবং সহজ ব্যবহারযোগ্য ব্যাকআপ শেয়ারিং প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের ম্যাক ভার্সনও আছে। অবিশ্বাস্যভাবে এটি হুবহু উইন্ডোজের প্রতিমূর্তি হিসেবে কাজ করে। ড্রপবক্স ডাউনলোড করলে ম্যাকে ড্রপবক্স ফোল্ডার তৈরি হবে, যা ড্রপবক্স অ্যাকাউন্টে সিঙ্ক হবে।

ম্যাকে ডিফল্ট ওয়েবব্রাউজার হলো সাফারি, তবে এটি তেমন বিশেষভাবে কার্যকর নয়। এটি যেমন দ্রুতগতিসম্পন্ন নয়, তেমনি সিকিউর তথা নিরাপদ নয়। এর চেয়ে অনেক ভালো গুগল ক্রোম ব্রাউজার যা শুধু দ্রুতগতিসম্পন্ন নয় বরং অধিকতর নিরাপদ। এতে আরো সম্পৃক্ত রয়েছে অধিকতর ফিচার এবং অ্যাড অনস, যা উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত। ফায়ারফক্স ব্রাউজারের ম্যাক ভার্সনও রয়েছে।

অডিও ফাইল নিয়ে কাজ করতে এবং পডকাস্টস তৈরি করার জন্য গ্যারেজব্যান্ড (Garageband) বান্ডেল টুল অনন্য। এই সফটওয়্যার বান্ডেল প্রফেশনাল সাউন্ডিং পডকাস্ট তৈরি করতে এবং জটিল মিউজিক্যাল বিন্যাস রেকর্ড করতে ব্যবহার হয়। এই সফটওয়্যার বান্ডেল সব ম্যাক কমপিউটারের সাথে থাকে। কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও অডাসিটি (Audacity) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উইন্ডোজ ব্যবহারকারীর কাছে এটি সুপরিচিত মনে হতে পারে এবং ম্যাকের জন্য অডাসিটি প্রায় আইডেন্টিক্যাল। সামান্য বাড়তি বাড়াবাড়িসহ এটি একটি সাধারণ এবং শক্তিশালী অডিও রেকর্ডিং এবং এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন, যখন মাইক্রোসফট পেইন্টের সাথে উইন্ডোজের আগমন ঘটে, তখন ম্যাকের জন্য অনুরূপ কোনো সফটওয়্যার বান্ডেল ছিল না। এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য রয়েছে গিম্প (gimp) নামের টুল, যা উইন্ডোজ ব্যবহারকারীর কাছে একই মনে হবে। গিম্প টুলকে ব্যবহার করা যেতে পারে একটি সাধারণ পেইন্ট অ্যাপ্লিকেশন বা অধিকতর শক্তিশালী ইমেজ এডিটর হিসেবে।

যদি গিম্প-এর মতো আরো বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং ফ্লেক্সিবল প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে চান তাহলে গ্রাফিক কনভার্টার নামের এক টুল ব্যবহার করতে পারেন। আরেকটি প্রয়োজনীয় ডাউনলোড হলো গ্রওল (Growl)।

এই অ্যাপ্লিকেশন ম্যাক সফটওয়্যার ভাণ্ডার থেকে প্রদর্শন করে পপ-আপ নোটিফিকেশন এবং আপডেট। এই টুল ভালোভাবে কাজ করে অডিয়াম ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনের সাথে মিলে। আইটিউন এবং ই-মেইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে পপ-আপ নোটিফিকেশন ডিসপ্লে করার জন্য অ্যাড-অনস রয়েছে।

## অ্যাপস্টোর

পর্যাপ্ত ম্যাক সফটওয়্যার পাওয়া যাবে অ্যাপস্টোর থেকে। এটি অবস্থান করে স্ক্রিনের নিচে ম্যাকের ডকে। এটি অনেকটা আইফোন এবং আইপ্যাডের মতো। অ্যাপল চায় ক্রেতারা অ্যাপলের অফিসিয়াল স্টোর থেকে সফটওয়্যার কিনুক। যেখানে অন্যান্য জায়গা থেকে ম্যাকের জন্য সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নেয়া সম্ভব। তবে ব্যবহারকারীদের মনে রাখা উচিত, অ্যাপস্টোর হলো এক নিরাপদ জায়গা, যেখান থেকে সুখ্যাত সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নেয়া সম্ভব।

সব অ্যাপকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে ফ্রি এবং পেইড ভার্সন অনুযায়ী। সুতরাং ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা এই ফরম্যাটের সাথে পরিচিত। তবে জনপ্রিয় সফটওয়্যার অ্যাপস্টোর পাওয়া যায় না কজ

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com